পার্বত্য চট্টগ্রাম মানবাধিকার রিপোর্ট ২০১৬

মানবাধিকার পরিবীক্ষণ সেল

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

ভূমিকা:

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশ্বের প্রবল সামরিকায়িত অঞ্চলগুলোর একটি। গত চার দশকের অধিক সময় ধরে এই অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর একচেটিয়া দখলদারিত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে। যে কোন সামরিকায়িত অঞ্চলে মানবাধিকারং লঙ্ঘন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায়ও এ কথা সর্বাংশে সত্য। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তির আগ পর্যন্ত তথাকথিত কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সি বা বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে ব্যাপক সেনা নিপীড়ন চালানো হয়েছিল। বর্তমানে সশস্ত্র সংগ্রাম না থাকার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্বের মতোই বিশাল সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখা হয়েছে। অপারেশন উত্তরণের বলে এখানে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ এবং তাদের কাছে বেসামরিক প্রশাসনও জিম্মি। অপরদিকে জনগণের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকার নির্বাসিত। বেআইনী আটক, গ্রেফতার, শারীরিক নির্যাতন, গ্রামে গ্রামে হানা ও বাড়িঘরে তল্লাশী, হয়রানি, মিথ্যা মামলা, সভাসমাবেশে বাধা দান, হামলা, নারী ধর্ষণ, ভূমি বেদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে।

ইউপিডিএফ মানবাধিকার লঙ্ঘন পরিবীক্ষণ সেলের সংগৃহীত তথ্য মতে ২০১৬ সালে কমপক্ষে ৭৩ জন নেতা-কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে, ২১ জন পাহাড়ি নারী ও শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণ প্রচেষ্টা অথবা অপহরণের শিকার হয়েছেন এবং ৯টি সেটলার হামলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন গ্রামে বা এলাকায় সেনা অপারেশন, তল্লাশীর ঘটনা ঘটে। বছরের শেষের দিকে রাঙামাটি জেলার নান্যাচরে ভূমি বেদখল প্রচেষ্টার খবরও পাওয়া গেছে। পরিবীক্ষণ সেলের এসব তথ্য সম্পূর্ণ নয় এবং কেবলমাত্র সংখ্যা দিয়ে মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র লাভ করা যাবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই মানবাধিকার লঙ্ঘন বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। এগুলো প্রকৃত অর্থে পাহাড়ি জাতিগুলোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের এথনিক ক্লিনজিং নীতিরই ফল। পাহাড়ি জাতিগুলোকে নিজ জন্মভূমিতে ধীরে ধীরে প্রথমে সংখ্যালঘু ও পরে একেবারে নিশ্চিহ্ন করাই হলো অঘোষিত রাষ্ট্রীয় নীতি। তাই দেখা যায় যেখানে ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি বাঙালির অনুপাত ৯৮ : ২, বর্তমানে তা ৫২ : ৪৮ এ দাঁড়িয়েছে। তবে পার্বত্য চুক্তির পর গত ১৯ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে শহরাঞ্চলে এবং বিশেষত জেলার পৌরসভাগুলোতে জনমিতির ভারসাম্য মৌলিকভাবে বদলে গেছে। উদহারণস্বরূপ, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি পৌরসভায় চুক্তির পূর্বে পাহাড়িরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বর্তমানে এই দুই পৌরসভায় দুই তৃতীয়াংশ ভোটার হলেন বাঙালি। বান্দরবান পৌরসভায় এই অনুপাত আরও বেশী, সেখানে প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগই বাঙালি। এই অনুপাতগুলো যে কোন জাতির জনগণকে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে শঙ্কিত না করে পারে না। অথচ এরপরও বাঙালি অনুপ্রবেশ থেমে নেই এবং এই ধারা রোধ করা না হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিরঙ্কুশ হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সরকার মুখে পাহাড়ি জনগণের অধিকারের কথা বললেও বাস্তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। গত ২০ বছরেও কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লে. ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের বিচার ও শাস্তি হয়নি। মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত থাকার এটাও অন্যতম কারণ। তবে মোট কথা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও সেটলারদের সরিয়ে সমতলে পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন পুরোপুরি বন্ধ হবে বলে আশা করা যায় না। নিচে ২০১৬ সালে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

গ্রেফতার

২০১৬ সালে ইউপিডিএফ'র উপর ব্যাপক রাজনৈতিক দমন-পীড়ন চালানো হয়। ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, অন্যতম সংগঠক মিঠুন চাকমা ও ইউপিডিএফ-ভুক্ত পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমাসহ ৭৩ জন নেতা-কর্মী, সমর্থককে আটক করা হয়েছে। গ্রেফতারের একটি সাধারণ নিয়ম হলো গ্রেফতারকৃতদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দেয়ার পর পুলিশের হাতে সোপর্দ করা। সাধারণত সেনাবাহিনীর সদস্যরাই গ্রেফতারগুলো করে থাকে। তবে দু একটি ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃকও গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে।

গ্রেফতারের পর প্রায় প্রত্যেকের উপর চালানো হয় অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন। এছাড়া ইউপিডিএফ নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমার সাথে নির্দয় ও অমানবিক আচরণ করার পর অবমাননকারভাবে তার ছবি মিডিয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়। তাকে গ্রেফতারের আগে তার বিরুদ্ধে কোন মামলা কিংবা গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল না। অথচ গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র রাখার মিথ্যা অভিযোগসহ বেশ কয়েকটি মামলা দেয়া হয়। আটকের পর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মামলা অবধারিত। সাধারণত চাঁদাবাজি, অবৈধ অস্ত্র রাখা, গাড়ি ভাঙচুর, সরকারী কাজে বাধা প্রদান, খুন ইত্যাদি অভিযোগে একাধিক মামলা দেয়া হয়। এগুলো যেন সাধারণ অভিযোগ। তবে ইউপিডিএফ সংগঠক মিঠুন চাকমার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ড বিধির বিভিন্ন ধারার আনীত অভিযোগের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি আইনের একটি বিতর্কিত ৫৭ (২) ধারায়ও মামলা করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সর্বমোট ১৩টি মামলা রয়েছে, তবে বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত আছেন।

গ্রেফতারগুলো যে দমনমূলক এবং মামলাগুলো যে হয়রানি ও ষড়যন্ত্রমূলক তা সবার কাছে কমবেশী স্পষ্ট। এ কারণে আটককৃত ৭৩ জনের মধ্যে অনেকে গ্রেফতারের কয়েক মাসের মধ্যেই আদালত থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেছেন। তবে উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, বিপুল চাকমাসহ এখনো ১৫ জন কারাগারে বন্দী রয়েছেন। এদের মধ্যে খাগড়াছড়িতে ১২ জন ও রাঙামাটিতে ৩ জন।

কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

গত ১০ মার্চ ২০১৬

খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের সুকান্ত মহাজন পাড়া বিদ্যা ত্রিপুরা (২২), পিতা- ইন্দ্র মোহন ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে সেনাবাহিনী।

৭ এপ্রিল ২০১৬

দিবাগত রাত ১টার সময় রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের উজোবাজার এলাকার নিজ বাড়ি থেকে ঘুম থেকে তুলে বিমল কান্তি চাকমা (২৭), পিতা তুঙ্গকালা চাকমা ও সচিত্র চাকমা (২৫), পিতা শশী মোহন চাকমা নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করে বাঘাইহাট জোনের সেনা সদস্যরা। শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের পর পরদিন দুপুরে জোন থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৬ এপ্রিল ২০১৬

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার লোগাঙ বিজিবি ক্যাম্পের সামনে থেকে মিটন চাকমা(৩২), পিতা বীরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম- জগপাড় ও হেমন্ত চাকমা (৩৫), পিতা প্রমোদ চন্দ্র চাকমা, গ্রাম শান্তিটিলা ধুধুকছড়া নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে বিজিবি সদস্যরা। আটকের পর তাদেরকে ক্যাম্পে বেঁধে রেখে শারিরীক নির্যাতনের পর অস্ত্র গুজে দিয়ে পানছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয় এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

২২ এপ্রিল ২০১৬

সকাল সাড়ে ৮টায় খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি বাজার থেকে পাড়া প্রধানসহ দুই পাহাড়িকে আটক করেছে মানিকছড়ি থানা পুলিশ।
আটককৃতরা হলেন- মলঙ্গী পাড়ার কার্বারী (পাড়া প্রধান) কংজরী মারমা (৬০), পিতা মৃত পাথই মারমা ও লাপাইডং পাড়ার বাসিন্দা উবাচিং মারমা (২৮) পিতা উগ্যজাই মারমা। পরে উবাচিং মারমাকে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও কংজরী মারমাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

৪ জুন ২০১৬

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের মানিকচন্দ্র পাড়া এলাকা থেকে উহ্লা প্রু মারমা(৩৫), পিতা শান্তি মারমা, গ্রাম ভোলাছোলা ও খিলিঅং মারমা(২৫), পিতা ক্যচিং মারমা, গ্রাম ডেবাতলি নামে ইউপিডিএফের ২ সদস্যকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আটকের সময় তারা সাংগঠনিক কাজ শেষে মোটর সাইকেলযোগে ফিরছিলেন। আটকের পর তাদেরকে রামগড় থানায় হস্তান্তর করে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

১০ জুন ২০১৬

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ভাইবোন ছড়া ইউনিয়নের বরইতলী এলাকা থেকে জুয়েল চাকমা (১৮), পিতা বকুল চামা, গ্রাম বগাপাড়া, তাইন্দং মাটিরাঙ্গা নামে এইচএসসি পরীক্ষার্থী এক ছাত্রকে আটক করে সাদা পোশাকধারী সেনা সদস্যরা। পরে তাকে চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

১৩ জুন ২০১৬

সকাল ১১টার দিকে গুইমারার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের বাজপাড়া থেকে সাংগঠনিক কাজ শেষে মোটর সাইকেলযোগে ফেরার পথে তৈমাতাই ব্রিজ সংলগ্ন কবুতরছড়া রাস্তামাথা এলাকায় আগে থেকে অবস্থানরত মাটিরাঙ্গা জোনের তিনজন সেনা গোয়েন্দা মোটর সাইকেল আটকিয়ে সাজাই মারমা (৩২), পিতা ক্যজাই মারমা, গ্রাম- হাপছড়ি, গুইমারা নামে ইউপিডিএফ'র এক সদস্যকে আটক করে। পরে তাকে গুইমারা থানায় হস্তান্তর করার পর পুরাতন মামলায় আটক দেখিয়ে খাগড়াছড়ি জেলে প্রেরণ হয়।

১৫ জুন ২০১৬

বিকাল আনুমানিক ৫টার সময় খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পেরাছড়া এলাকার একটি দোকান থেকে সাদা পোশাকধারী সেনাবাহিনীর একদল সদস্য মিঠু চাকমা ও মিলন বিকাশ ত্রিপুরাকে অস্ত্র তাক করে আটক করে নিয়ে যায়। আটকের পর তাদেরকে খাগড়াছড়ি সদর থানায় হস্তান্তর করার পর মিথ্যা চাঁদাবাজি মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়। বর্তমানে তারা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

গত ২২ জুন ২০১৬

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার থলিপাড়া দোকান থেকে অংগ্যজাই মারমা (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ আটক করে। আটক ব্যক্তি পেশায় একজন সাধারণ কাঠ মিস্ত্রী।

গত ৩ জুলাই ২০১৬

বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে গুইমারার দার্জিলিং টিলার গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমার বাবার শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠান থেকে দুই ব্যক্তিকে আটক করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। আটককৃতরা হলেন-কংজরী মারমা (৪০), পিতা- রিপামধু মারমা, গ্রাম- দেওয়ান পাড়া এবং সাইদিঅং মারমা ওরফে কালা (১৯), পিতা- আম্যা মারমা, গ্রাম- দেওয়ান পাড়া। তাঁরা উভয়ে শ্রাদ্ধক্রিয়া অনুষ্ঠানে লোকজনকে ভাত খাওয়ানোসহ অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করছিলেন। অবশ্য সন্ধ্যা ৬টার দিকে ব্রিগেড থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গত ১১ জুলাই ২০১৬

দিবাগত মধ্যরাত আনুমানিক সাড়ে ১২টার সময় খাগড়াছড়ি জেলার এএসপি রইছ উদ্দিনের নেতৃত্বে ৪০-৫০ জনের একদল পুলিশ শহরের অপর্ণা চৌধুরী পাড়ার নিজ বাড়ি থেকে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর অন্যতম সংগঠক ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাবেক সভাপতি মিঠুন চাকমাকে গ্রেফতার করে। আটকের পর তার বিরুদ্ধে তথ্য

ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারা সহ ডজনের অধিক মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠানো হয়। দীর্ঘ তিন মাসের অধিক কারাভোগের পর গত ১৮ অক্টোবর তিনি জামিনে মুক্তি পান।

গত ১০ জুলাই ২০১৬
বিকেল সাড়ে চারটার দিকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দীঘিনালার সাধনাটিলা বিহারের পাশের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে গোলাগুলির নাটক সাজায়। এরপর এরপর তারা সেখানে পুলিশ ডেকে তাদের কাছে অবিনাশ চাকমাকে হস্তান্তর করে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

গত ১৯ জুলাই ২০১৬
খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে কমলা কুমার ত্রিপুরা(১৯) নামে এক পাহাড়ি যুবককে আটক করে পুলিশ। রামগড় সদরের পাহাড়িকা মোটরস্ নামে একটি গ্যারেজ থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক কমলা কুমার ত্রিপুরা উপজেলার ১নং ইউনিয়নের গরুকাটা এলাকায় সেটলার বাঙালি কর্তৃক খুন হওয়া মানেন্দ্র ত্রিপুরার ছেলে।

২৩ জুলাই ২০১৬
ভোর ৩টার দিকে মানিকছড়ির বাটনাতলী আর্মি ক্যাম্প কমান্ডার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ মকসুদের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা সদর ইউনিয়নের গরুকাটা এলাকা থেকে সজিক চাকমা(৫০)-এর বাড়ি ঘেরাও করে। সেখান থেকে সেনারা তাঁকে ও তাঁর ছেলে পদ্মসেন চাকমা(১৮)-কে নিজেদের নিয়ে আসা দেশীয় অস্ত্র গুঁজিয়ে দিয়ে আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

২৪ জুলাই ২০১৬
খাগড়াছীড়র দীঘিনালা উপজেলার নারিকেল বাগান এলাকা থেকে কবাখালী জোনের একদল সেনা সদস্য সুমেজ চাকমা (১৯) নামে এক ছাত্রকে আটক করে কবাখালী জোনে নিয়ে যায়। সেখানে শারিরীক নির্যাতন করার পর রাত ১টার দিকে কবাখালী বাজারে এনে তাকে ছেড়ে দেয়।

২৭ জুলাই ২০১৬
খাগড়াছড়ি জেলা লক্ষীছড়ি উপজেলা সদর ইউনিয়নে সমুর পাড়া এলাকা থেকে ৪জনকে আটক করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা।
আটককৃতরা হলেন, সুখেন্টু চাকমা ওরফে সুমন্ত (১৮), পিতা- রশিক্কো চাকমা, সাং- ডলুপাড়া, শিমুল চাকমা (১৬), পিতা- শুক্কো চাকমা, সাং- সমুর পাড়া, নিমূল চাকমা (১৫) পিতা- লক্ষী ধন চাকমা, সাং- ঐ ও সুকুমার চাকমা (৪৪), পিতা- মৃতঃ গন্ধরাজ চাকমা সাং- ঐ। আটকের পর তাদেরকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে লক্ষীছড়ি সদর থানায় সোপর্দ করে মিথ্যা মামলা দিয়ে ২৮ জুলাই খাগড়াছড়ি আদালতে প্রেরণের পর কারাগারে পাঠানো হয়।

গত ১২ আগস্ট ২০১৬
সকালে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলা সীমান্ড়বর্তী রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নের মধ্য আদাম নামক গ্রামে মহালছড়ি জোনের জোন কমান্ডার লে.কর্ণেল হুমায়ুন কবীর (৩২ বীর)-এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য কর্তৃক জনপ্রতিনিধি, গ্রামের কার্বারী, স্কুলছাত্রসহ ১৪ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে আটক করা হয়।
আটককৃত গ্রামবাসীরা হলেন-১. বৃষকেতু চাকমা(৪০) পিং- তরুণী কুমার চাকমা। তিনি নান্যাচর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়াড্রের নবনির্বাচিত ইউপি সদস্য। ২. পূর্ণ চন্দ্র চাকমা (গ্রাম প্রধান), বয়সঃ ৬০, ৩. এডিশন চাকমা (১৬), পিতা-নয়ন জ্যোতি চাকমা। সে গেন্দিয়ং করল্যাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। ৪. স্বপন চাকমা(৩২), পিতা-হিরণ কুমার চাকমা, ৫. পরেশ চাকমা(২৯), পিতা-কমলালোচন চাকমা, ৬. তুঙ্গ্যা চাকমা(২২), পিতা-বক্র সেন চাকমা, ৭.নয়ন জীবন চাকমা(৪২), পিং-হিরণ কুমার চাকমা। তিনি একজন গ্রাম্য দোকানদার, ৮. বেন্দ চাকমা (৩৫), পিতা-প্রফুল- চাকমা, ৯. নিতু চাকমা(৪১), পিতা- শরৎ চন্দ্র চাকমা, ১০.

চরণ চাকমা (২৬),পিতা-সিংহ চাকমা, ১১. মণি চাকমা(৩৫),পিতা-কৃষ্ণ চাকমা, ১২. রূপেন্টু চাকমা, পিতা-অমল বিকাশ চাকমা, ১৩. ওয়াসিম চাকমা, ১৪. পূর্ণ বসু চাকমা, পিতা-সুরতি বিকাশ চাকমা।
আটকের পর তাদের ওপর শারিরীক ও মানসিক নির্যাত চালিয়ে রাতে তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯ আগস্ট ২০১৬
খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িতে ইউপিডিএফ-এর রামগড় এলাকার সংগঠক ক্যহ্লাচিং মারমাসহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। আটক অপর ব্যক্তির নাম রাপ্রুচাই মারমা(২৩), পিতা-নিঅং মারমা, গ্রাম-টিলাপাড়া, হাফছড়ি ইউনিয়ন, গুইমারা। তিনি একজন ভাড়ায় মোটর সাইকেল চালক। ওই দিন সাংগঠনিক কাজে মোটরসাইকেলযোগে লক্ষীছড়ি যাওয়ার পথে মানিকছড়ি-লক্ষীছড়ি সড়কের লেম্মুয়া নামক জায়গা থেকে সেনা সদস্যরা তাদেরকে আটক করে সিন্দুকছড়ি জোনে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের পর থানায় হস্তান্তর করে পুরোনো মামলায় আটক দেখিয়ে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। বর্তমানে তারা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬
খাগড়াছড়ির পানছড়িতে অফিস ঘেরাও করে থানা শাখার সভাপতি হিমেল চাকমা ও কলেজ শাখার সভাপতি এডিশন চাকমাসহ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)'র ৯ নেতা-কর্মীকে আটক করে সেনাবাহিনী। আটককৃতরা সবাই পানছড়ি ডিগ্রী কলেজের ছাত্র। আটক অন্যান্যরা হলেন- পানছড়ি ডিগ্রী কলেজের এইচএসসি ১ম বর্ষের ছাত্র রমেশ চাকমা, সুপ্রিয় চাকমা, সুকিরণ চাকমা, কল্যাণ জ্যোতি চাকমা, সোহেল চাকমা, বিটন চাকমা ও সাধন চাকমা।
আটকের পর নিজেদের নিয়ে যাওয়া একটি ভাঙাচোরা এলজি ও ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার দেখিয়ে অফিসে অবস্থানরত উক্ত ৯ জনকে আটক করে পানছড়ি থানায় সোপর্দ করে মিথ্যা মামলা দিয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়। গত ২০ নভেম্বর তারা সবাই জামিনে মুক্তি পান।

গত ১২ অক্টোবর ২০১৬
খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার দলদলি এলাকা থেকে সনাতন চাকমা ওরফে অর্জন (৪৫) ও এলিন চাকমা (২০) নামে ইউপিডিএফ'র দুই সদস্যকে আটক করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। আটকের পর তাদেরকে অস্ত্র-গুলি গুঁজে দিয়ে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

প্যারোলে মুক্তির পর পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমাকে হাতকড়া ও ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় তার মায়ের দাহক্রিয়া অনুষ্ঠানে নিয়ে যায় পুলিশ।

২৩ অক্টোবর ২০১৬
সকাল ৮টার দিকে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমাকে আটক করেছে পুলিশ। আটককের সময় তিনি তাঁর অসুস্থ মা'কে নিয়ে চিকিৎসার জন্য বাড়ি থেকে মাইক্রোবাস যোগে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন। যাবার পথে পানছড়ি থানার সামনে পৌঁছলে ওসি জব্বারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ তাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি আটকায় এবং অসুস্থ মায়ের সামনে থেকে গালিগালাজ করতে তাঁকে টেনেহিচড়ে নামিয়ে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে আটক রয়েছেন।

২ নভেম্বর ২০১৬

বিকালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভস্থ ইউপিডিএফ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন থেকে সাদা পোশাকধারী একদল সেনা সদস্য পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিনয়ন চাকমা ও সাংগঠনিক সম্পাদক অনিল চাকমাকে আটক করে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমার মুক্তির দাবিতে তারা এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

গত ৮ নভেম্বর ২০১৬

খাগড়াছড়ির মহালছড়ি বাজার থেকে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পলিষদ(পিসিপি) এর মহালছড়ি থানা শাখার সভাপতি মেনন চাকমাকে পুলিশ আটক করে। খাগড়াছড়ি সদর থানার পুরোনো একটি মামলায় তাকে আটক দেখিয়ে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

একই দিন রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার কুকুরমারা থেকে সেনাবাহিনী আনন্দ চাকমা নামে ইউপিডিএফ'র এক সদস্যকে আটক করে। আটকের পর তার হাতে অস্ত্র গুজে দিয়ে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

১০ নভেম্বর ২০১৬

রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়ি থেকে সুনীল তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে জনি (৩৭) নামে এক ইউপিডিএফ সদস্যকে আটক করে সেনাবাহিনী। আটকের পর তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে রাঙামাটি জেলহাজতে পাঠানো হয়।

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পেরাছড়া এলাকা থেকে খাগড়াছড়ি রিজিয়নের একদল সেনা সদস্য কোন প্রকার ওয়ারেন্ট ছাড়াই ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ও খাগড়াছড়ি জেলা সমন্বয়ক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমাসহ ৬ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর তাদের সকলের উপর অমানুষিকভাবে নির্যাতন করা হয়। পরে তাদের হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে থানায় হস্তান্তর করে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠানো হয়। বর্তমানে তারা কারাগারে আটক রয়েছেন।

গত ১৭ নভেম্বর ২০১৬

দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে সিন্দুকছড়ি জোনের একদল সেনা সদস্য গুলি ও ইয়াবা সেবনর অভিযোগ খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার বরইতলী এলাকা থেকে বাড়ি ঘেরাও করে মংসাথোয়াই মারমা (১৮) পিতা- উগ্যজাই মারমা, গ্রাম- বরইতলী নামে এক কলেজ ছাত্রকে আটক করে। তিনি মানিকছড়ি গিরী মৈত্রী ড্রিগ্রী কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পাস করেছেন। পরে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনে পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

৫ ডিসেম্বর ২০১৬

ভোররাত আনুমানিক ৪টার দিকে একদল সেনা সদস্য গুইমারা উপজেলার কবুতর ছড়া এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দিয়ে সেখান থেকে চাথোই মারমা(২৬) নামে মানসিক প্রতিবন্ধী টাইপের এক নিরীহ ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যায়। তাঁকে আটকের পূর্বে সেনারা ওই বাড়িতে তলণ্ঢাশি চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। অবশ্য পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৬

সকালে রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়ি থেকে বুড়িঘাট ইউনিয়নের পলিপাড়ার বাসিন্দা ১. হ্লাথোয়াই মারমা (৪০), পিতা মৃত রুইঅং মারমা, ২. পাইয়ারুই মারমা (৫০), পিতা মৃত পাইচাঅং মারমা, ৩. মংহ্লাঅং মারমা(৫০), পিতা মৃত সুইথোয়াই মারমা, ৪. রেনু মারমা (৪০), পিতা মৃত র‍ইচাই মারমা-কে আটক করে।

আটকের পর তাদের সবাইকে সেটলারদের দায়ের করা মামলায় আটক দেখিয়ে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়। বর্তমানে তারা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

১৩ ডিসেম্বর ২০১৬
ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে ও আটক গ্রামবাসীদের মুক্তির দাবিতে পলিপাড়া এলাকাবাসীর ডাকে রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কে অবরোধ চলাকালে রাঙামাটি সদরের সাপছড়ি ইউনিয়নের বোধিপুর এলাকা থেকে অনিল চাকমা নামে পিসিপি'র এক সদস্যকে আটক করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পরে তাকে নান্যাচর থানায় হস্তান্তর করে মিথ্যা মামলা দিয়ে রাঙামাটি জেলে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬
খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন ৬নং ওয়ার্ডের মনাছড়ি গ্রামের মৃত উষা মারমার ছেলে ম্রাক্ষ মারমা (৫৫) নামে এক পাহাড়ি গ্রামবাসীকে আটক করে সেনাবাহিনী। রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে গুইমারা রিজিয়ন থেকে এক দল সেনা সদস্য মনাছড়ি গ্রামে হানা দিয়ে ম্রাক্ষ মারমাকে নিজ বাড়ি থেকে ঘুম থেকে তুলে আটক করে নিয়ে যায়।

ঘরবাড়িতে তল্লাশি

২০১৬ সালে ইউপিডিএফ'র কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ নিরীহ পাহাড়ি গ্রামবাসীর ঘরবাড়িতে ব্যাপক সেনা তল্লাশির ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসী খোঁজার নামে রাত-বিরাতে সেনাবাহিনী এই তল্লাশি চালিয়ে নিরীহ লোকজনকে হয়রানি করে। এতে গ্রামবাসীর মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। মূলত সেনা অপারেশন ও তল্লাশীর কারণে গ্রামে লোকজনকে সব সময় গ্রেফতার আতঙ্কে দিনাতিপাত করতে হয়।

কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৩ জানুয়ারি ২০১৬
দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিন্দুকছড়ি জোন থেকে ১০/১২ জনের একদল সেনা সদস্য খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের শনখোলা পাড়ায় ইউপিডিএফের মাটিরাংগা ইউনিটের সংগঠক হ্লুসাথোয়াই মারমা ওরফে অমর (৫৪)-এর বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারাম দোর, বাইবা ছড়া, রেতকাবা ও দীপু পাড়ায় ৬ গ্রামবাসীর বাড়িতে তলণ্ঢাশি চালায় বাঘাইহাট জোনের সেনা সদস্যরা। খবর পাওয়া গেছে।
যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- গঙ্গারাম দোর গ্রামের কার্বারী বিলাস চাকমা(৫০), সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি ও রেতকাবা গ্রামের বাসিন্দা জ্ঞানেন্দু চাকমা(৬০), বাইবা ছড়া গ্রামের বাসিন্দা শশী রঞ্জন চাকমা (৪০) ও আনন্দ চাকমা (৩৫), রেতকাবা গ্রামের অনুপম চাকমা(৩৫) এবং দীপু পাড়ার নিমেষ চাকমা (২৮)। সেনারা আনন্দ চাকমার বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তলণ্ঢাশি চালায় এবং তাঁর জাতীয় পরিচয়পত্রসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাগজপত্র নিয়ে যায়।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
সকাল সাড়ে ৯টার দিকে খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলা সদরের দার্জিলিং টিলায় সেনাবাহিনী মংচাই মারমা(৬৯) এর বাড়ি ও পার্শ্ববর্তী পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীদের(এসএসসি পরীক্ষার্থী) ভাড়া বাসায় তল্লাশি চালায়। গুইমারা রিজিয়নের জনৈক ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে এ তল্লাশি চালানো হয়।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার সময় খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের টিলা পাড়ার বাসিন্দা অংজ মারমা(৪৫), পিতা- অংগ্য মারমা'র বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিন্দুকছড়ি জোনের সেনা সদস্যরা। তল্লাশিকালে সেনারা বাড়ির ভিতর রাখা গৌতম বুদ্ধের ছবিসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়।

২৩ মার্চ ২০১৬
দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাঘাহাট জোনের একদল সেনা সদস্য রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের উজো বাজার এলাকায় সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা, সহ সভাপতি জ্যোতিলাল চাকমা, বিলাস কার্বারী ও সন্তু চাকমার বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

১৩ মে ২০১৬
সকালে রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার ইসলামপুর ক্যাম্প থেকে ৪০-৫০ জনের একদল সেনা সদস্য বুড়িঘাট ইউনিয়নের কুকুরমারা গ্রামে ধন বিকাশ চাকমা(৪৫)-এর বাড়িতে সেনা তল্লাশি চালায়। সেনা সদস্যরা বাড়ির দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তল্লাশি চালিয়েও কোন কিছু না পেয়ে বাসন ১১টি, নগদ ১০০টাকা ও তার পুত্র জ্ঞান বিকাশ চাকমার জাতীয় পরিচয়পত্র ও এসএসসি এডমিট কার্ডসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাগজপত্র নিয়ে যায়।

২ জুন ২০১৬
রাঙামাটির ঘাগড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আনারস মার্কার চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জগদীশ চাকমার বাড়িতে সেনাবাহিনী তলণ্ঢাশি চালায়। দুপুর ১২টার দিকে ৩০-৪০ জনের একদল সেনা সদস্য জুনুমাছড়া গ্রামে গিয়ে এ তল্লাশি চালায়।

১১ জুন ২০১৬
খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার তৈমাতাই ১নং রাবার বাগান প্রকল্প ও জয় কুমার মেম্বার পাড়ায় সন্ত্রাসী খোঁজার নামে ১২ টি পাহাড়ি বাড়িতে সেনাবাহিনী তল্লাশি চালায় মাটিরাংগা জোনের সেনা সদস্যরা। এ তল্লাশি অভিযানে ৫টি পিকআপে করে প্রায় ৭৫ জন সেনা সদস্য অংশ নেয়।
তৈমাতাই ১নং রাবার বাগান প্রকল্প গ্রামে যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- কানোরাম ত্রিপুরা (৩৫) পিতা- বদ্র সেন ত্রিপুরা, আপ্রুসি মারমা (৩৫), পিতা- আটাং মারমা, চন্দ্র কেতু ত্রিপুরা (৪৫), পিতা- সুরেন্দ্র ত্রিপুরা, মংসা মারমা (৪৫), পিতা- মংতু মারমা, কৃষ্ণ ত্রিপুরা (৫৫), পিতা- মৃতঃ কর্মচান ত্রিপুরা, জুলা ত্রিপুরা (৩০), পিতা- হিরেন্দ্র ত্রিপুরা, হিরেন্দ্র ত্রিপুরা (৬০), পিতা- মৃতঃ যতন ত্রিপুরা, বসোন কুমার ত্রিপুরা (৫০), পিতা- পদ্ম চরন ত্রিপুরা, সুরেশ বরণ ত্রিপুরা (৫৫) কার্বারী,পিতা- মৃতঃ নন্দ কুমার ত্রিপুরা ও কলইগারা ত্রিপুরা (৩২), পিতা- দেবেন্দ্র ত্রিপুরা।
জয় কুমার মেম্বার পাড়ায় যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- গুইমারা ইউনিয়নের ৩নং ওয়াড্রের মেম্বার দিগেন্দ্র ত্রিপুরা(৫৪), পিতা- ফটি কুমার ত্রিপুরা, বিজয় ত্রিপুরা (৫০), পিতা- নন্দ কুমার ত্রিপুরা ও অরুণ ধামাই (৫০), পিতা- মৃতঃ জয় কুমার ত্রিপুরা।
এসব বাড়িতে সেনা সদস্যরা বার বার তল- াশি চালায় ও বাড়ির জিনিসপত্র সম্পুর্ণ তছনছ করে দেয়। ভোর প্রায় ৫টা পর্যন্ত সেনারা তল্লাশি চালায় বলে এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়। তল্লাশিকালে সেনারা কলইগারা ত্রিপুরার বাড়ি থেকে বালিশের নীচে থাকা ১,৫০০(এক হাজার পাঁচশত) টাকা লুট করে নিয়ে যায় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

১২ জুন ২০১৬
দিবাগত রাত আনুমানিক দেড়টার সময় খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার কালাপানি গ্রামে পাতাছড়া ইউনিয়নের মেম্বার মানেন্দ্র চাকমা ও একই গ্রামের বাসিন্দা প্রতাপ সিং চাকমার বাড়িতে তল্লাশি চালায় গুইমারা সাবজোনের একদল সেনা সদস্য। তল্লাশিকালে সেনারা তাদের বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়।

২০ জুন ২০১৬

সকাল ১০টার দিকে খাগড়াছড়ির পর্যটন এলাকা আলুটিলায় স্বপন ত্রিপুরা(৩২), পিতা- দীনবসু ত্রিপুরা নামে এক ব্যক্তির বাড়ির তালা ভেঙে তল্লাশি চালায় স্থানীয় আলুটিলা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা। তল্লাশির সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না, সবাই কাজে গিয়েছিলেন।

২৩ জুন ২০১৬

দিবাগত রাত ১টার সময় সিন্দুকছড়ি জোনের একদল সেনা সদস্য খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের ওয়াকছড়িতে পাহাড়িদের ৭টি বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- ১. রুইলাঅং মারমা(৫০), পিতা মৃত সাধা মারমা, ২. সাথোয়াইঅং মারমা (৫০), পিত মৃত অংসা প্রু মারমা, ৩. অংক্যাথুইয়্য মারমা (২৫), পিতা সাথোয়াইঅং মারমা, ৪. থুইঅং প্রু মারমা (৩৪), পিতা চাক্য মারমা, ৫. আচি মারমা, পিতা- অজ্ঞাত, ৬. পাইক্যা মারমা (৩০), পিতা লাব্রেচাই মারমা, ৭. রাংহ্লা অং মারমা (৫০), পিতা মৃত থুইহ্লাজাই মারমা।

স্থানীয়রা জানান, সেনারা প্রথমে পুরো গ্রাম ঘেরাও করে ফেলে। এরপর এক একটি বাড়িতে বার বার তল্লাশি চালিয়ে জনগণকে হয়রানি করে। এ সময় সেনারা সন্ত্রাসীরা কোথায় থাকে, এখানে থাকে কিনা? ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করে।

১৭ জুলাই ২০১৬

দিবাগত রাত আনুমানিক দেড়টার সময় মাটিরাঙ্গা জোনের একদল সেনা সদস্য খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার তৈমাতাই ১নং রাবার বাগান এলাকায় গ্রাম প্রধানের বাড়িসহ চার গ্রামবাসীর বাড়িতে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায়।

যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- ১, সুরেশ বরুণ ত্রিপুরা (গ্রাম প্রধান), বয়স:৫৫, পিতা- মৃত নন্দ কুমার ত্রিপুরা, ২. সুধী রন্জন ত্রিপুরা (৩৫), পিতা- মৃত পূর্ণ জয় ত্রিপুরা, ৩. আপ্রুসি মারমা (৩২) পিতা- আতাং মারমা, ৪.আপ্রুমং মারমা (২৭), পিতা- ঐ।

২৩ জুলাই ২০১৬

ভোর রাতের দিকে (রাত আনুমানিক ২:৩০টা) মানিকছড়ির বাটনাতলী আর্মি ক্যাম্প কমান্ডার ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ মকসুদের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা সদর ইউনিয়নের গরুকাটা এলাকায় রঙ্গিলা চাকমা(৬০) এর বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি চালায়। এ সময় তার মেয়ে অনিল মালা চাকমা(১৫)-মারধর করে ও ছেলে সুনীল চাকমা(১৮)-কে আটক করে কিছুদূর নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে যায়।

২৪ জুলাই ২০১৬

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার নারিকেল বাগান এলাকায় স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহৃত একটি বাড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক তল্লাশি, জিনিসপত্র ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার দিন রাত ৯:৪৫টার দিকে কবাখালী জোন থেকে এক জীপ সেনা সদস্য ওই বাড়িটি ঘেরাও করে। এরপর আরো ৪ জীপ সেনা সদস্য সেখানে উপস্থিত হয়ে বাড়ির বেড়া কেটে ভিতরে প্রবেশ করে। এ সময় বাড়িতে অবস্থানকারী ছাত্র-ছাত্রীরা কেউ ছিলেন না। সেনারা ইচ্ছেমত তলণ্ডাশি চালিয়ে জিনিসপত্র ভাংচুর ও তছনছ করে দেয়। এছাড়া তারা সেখান থেকে দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজের ছাত্র নিকেল চাকমার এসএসি সার্টিফিকেট, এইচএচসি পরীক্ষার এডমিটকার্ড, রেজিষ্ট্রেশন কার্ড ও একই কলেজের ছাত্রী নিলু চাকমার এডমিটকার্ড, একটি সোনি ক্যামেরা ও ভাতের পেণ্টটসহ বেশ কিছু জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

২৬ আগস্ট ২০১৬

রাঙামাটি সদর উপজেলার কুদুকছড়ি ইউনিয়নের কুদুকছড়ি উপর পাড়ায় (আবাসিক) সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি কমিউনিটি সেন্টারে দরজার তালা ভেঙে ঢুকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়।

ঘটনার দিন দুপুর আনুমানিক দেড়টার দিকে নান্যাচর জোনের মেজর শামীম (৭ বীর) এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য কুদুকছড়ি উপর পাড়ায় (আবাসিক) হানা দিয়ে গ্রামাবাসীদের গড়ে তোলা কমিউনিটি সেন্টারে দরজার তালাভেঙে ঢুকে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার, একটি মনিটর, একটি ইউপিএস, মাল্টিপ্লাগসহ কম্পিউটারে ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জাম, কাজী নজরুল ইসলামসহ মনীষিদের ছবি, বাংলাদেশের মানচিত্রসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় সেনারা সেখানে থাকা চেয়ার-টেবিলসহ অন্যান্য জিনিসপত্র ক্লাবের বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়। সেনারা ক্লাবের পার্শ্ববর্তী জয়দ্বীপ দেওয়ানের বাড়িতে ঢুকে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়ে জিনিসপত্র সম্পূর্ণ তছনছ করে দেয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে সেনারা এই তাণ্ডবলীলা চালায়।

২৭ আগস্ট ২০১৬

দিবাগত রাত আনুমানিক ২টায় মানিকছড়ি সাবজোনের একদল সেনা সদস্য মানিকছড়ি উপজেলার দোছড়ি গ্রামে চার গ্রামবাসীর বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

যাদের ঘরবাড়িতে তলণ্ঢাশি চালানো হয় তারা হলেন-১. দলিক্য চাকমা(২৮), পিতা-রবীন্দ্র চাকমা, ২.সুর কুমার চাকমা(২৭), পিতা-যতন কুমার চাকমা, ৩. যতন চাকমা (৫৮), পিতা মৃত চন্দাচরণ চাকমা, ৪. রবীন্দ্র চাকমা (৬০), পিতা-মৃত নন্দ চাকমা।

১৮ অক্টোবর ২০১৬

মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় রাঙামাটির লংগদু উপজেলার ধনপুদি বাজার এলাকায় সেনাবাহিনী কর্তৃক গোপাল চাকমা, পিতা- সাধন চন্দ্র চাকমা নামে এক ব্যক্তির বাড়ির জানালা ভেঙে দেয়।

বামে লংগদু সাবজোন কমান্ডার মেজর সাঈদ-এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য লংগদু ইউনিয়নের ধনপুদি বাজারের পূর্ব পাশে অবস্থিত গোপাল চাকমার বাড়িতে যায়। এসময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। সেনা সদস্যরা তাঁর বাড়ির দুটি জানালা ভেঙে দেয় এবং বাড়ির পাশে রোপিত পেঁপে গাছের পেঁপেগুলো ছিড়েঁ ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দেয়। এরপর সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যায়।

৯ নভেম্বর ২০১৬

সকাল ৯টায় খাগড়াছড়ির আলুটিলা রিছাং ঝর্ণা এলাকার হৃদয় মেম্বার পাড়ায় সেনাবাহিনী কর্তৃক চিরনজিৎ ত্রিপুরা, পিতা মৃতঃ হৃদয় ত্রিপুরা (মেম্বার)-এর বাড়ির দরজা ভেঙে তল্লাশি চালানো হয়।

১৩ নভেম্বর ২০১৬

বিকালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের অনন্ত মাষ্টার পাড়ায় খাগাড়ছড়ি রিজিয়নের একদল সেনা সদস্য ইউপিডিএফ কর্মীদের ব্যবহৃত একটি মেসঘরে তল্লাশি চালায়। এ সময় সেনারা টাকাসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এর আগে সেনারা পেরাছড়া এলাকায় অপর একটি বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ ও লুট করে নিয়ে যায়।

২২ নভেম্বর ২০১৬

দিবাগত রাত আড়াইটার সময় মানিকছড়ি সাবজোনের ১০-১২ জনের একদল সেনা সদস্য মানিকছড়ি উপজেলার দোছড়ি পাড়ায় হানা দিয়ে পাহাড়িদের তিনটি বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

যাদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- দয়া ভূষন চাকমা(৩০) পিতাঃ মিলনধন চাকমা, পরিমল চাকমা(২৭) পিতা মৃতঃ লক্ষী মোহন চাকমা, গৌরিয়া চাকমা(৪০) পিতা মৃতঃ বিশ্ব কুমার চাকমা ও তার ভাই জুরন্ত চাকমা(৪৫) । তলণ্ঢাশির পর কোন কিছু না পেয়ে চলে যাবার সময় সেনারা দয়া ভূষণ চাকমার ব্যবহৃত একটি সিম্পনি মোবাইল সেট নিয়ে যায়।

২৫ নভেম্বর ২০১৬

রাত ১১টার দিকে নান্যাচর জোনের একদল সেনা সদস্য নান্যাচরের সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুপন চাকমা(সুশীল জীবন)-এর বাড়িতে সেনাবাহিনী তল্লাশি চালায়।

সেনারা নান্যাচর উপজেলা সদরের টিএন্ডটিতে অবস্থিত সুপন চাকমার বাড়িতে গিয়ে ভেতরে ঢুকার অনুমতি চায়। সেনারা বাড়ির ভিতর ঢুকে চেয়ারম্যান সুপন চাকমার ব্যাগসহ জিনিসপত্র বার বার তল্লাশি চালায় এবং ইউপিডিএফ'র নান্যাচর উপজেলা সংগঠক অটল চাকমাকে খোঁজ করে।

১ ডিসেম্বর ২০১৬

ভোর ৫টার সময় বাঘাইহাট জোনের একদল সেনা সদস্য বাইবাছড়ায় ইউপিডিএফ সদস্য সুমন চাকমার বাড়িতে হানা দেয়। সেনারা প্রথমে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। পরে বন্দুক তাক করে সুমন চাকমার স্ত্রী ও তার দুই কন্যাকে বাড়ি থেকে বের হতে বলে। তারা বাড়ি থেকে বের হলে সেনারা বাড়ির ভিতর ঢুকে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়ে সকল জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। এ সময় সেনারা সুমন চাকমাকে খোঁজ করে। সেনারা সুমন চাকমার স্ত্রীকে চোখ বেঁধে দিয়ে গুলি করবে বলে হাতে থাকা বন্দুকের নল দিয়ে শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাত করে। ব্যাপক তলণ্ঢাশির পরেও অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে চলে যাবার সময় আবার এসে বাড়ি ভেঙে দেবে বলে হুমকি দিয়ে যায়। সেনারা আশে-পাশের কয়েকটি বাড়িতেও তলণ্ঢাশি চালায়।

একই দিন সকালে সেনাবাহিনীর অপর একটি দল বঙ্গলতলীর জারুলছড়িতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা লক্ষ্মী চাকমার বাড়িসহ আশে-পাশের বাড়িতে তলণ্ঢাশি চালায়।

২ ডিসেম্বর ২০১৬

রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলা সদরের টিএন্ডটি এলাকায় পিসিপি কর্মীদের ব্যবহৃত একটি মেস ঘরে নান্যাচর জোনের সেনারা তল্লাশি চালায়।

ঘটনার দিন সেনা সদস্যরা প্রথমে টিএন্ডটি এলাকা ঘেরাও করে। পরে সেনা সদস্যরা পিসিপি'র ব্যবহৃত মেসঘরটির দরজার তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে তলণ্ঢাশি চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। সেনারা সেখানে রাখা পিসিপি'র পতাকা, বিভিন্ন প্রোগ্রামের ব্যানার-পণ্ড্যাকার্ড, রেজিষ্টার খাতা, টেলিফোন সেট লুট করে নিয়ে যায়। পরে সেনারা চলে যাবার সময় ওই ঘরটিতে তালাবদ্ধ করে দিয়ে দরজার 'প্রবেশ নিষেধ' লিখে দিয়ে যায়।

এছাড়াও সেনারা আশে-পাশের আরো যাদের বাড়িতে তলণ্ঢাশি চালায় তারা হলেন- কুলেন্দ্র চাকমা, অমলেন্দু চাকমা, উদয়ন চাকমা, খুকু মনি চাকমা ও মিতু চাকমা।

৪ ডিসেম্বর ২০১৬

বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে একদল সেনা সদস্য গুইমারা উপজেলা সদরের দার্জিলিং টিলায় অবস্থিত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমার বাড়িতে তলণ্ঢাশি চালায়। এ সময় সেনারা অংগ্য মারমাকে খোঁজ করে।

৫ ডিসেম্বর ২০১৬

সকাল ১১টায় সিন্দুকছড়ি জোন থেকে ২০-২৫ জন সেনা সদস্য খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলাধীন সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের সুকান্ত মহাজন পাড়ায় ইউপিডিএফ সদস্য সুদীপ্ত ত্রিপুরার বাড়িতে তলণ্ঢাশি চালায়। এ সময় লোকজন না থাকায় বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। সেনারা বাড়ির ২টি দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায়। এর আগেও বেশ কয়েকবার সেনারা তার বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

১৪ ডিসেম্বর ২০১৬

বিকালে নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য রামহরি পাড়ায় পাহাড়িদের বেশ কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি চালায়।

যাদের ঘরবাড়িতে তল্লাশি চালানো হয় তারা হলেন- নিহার বিন্দু চাকমা (৬০), পিতা-মৃত গিরিশ চন্দ্র চাকমা ও তার তিনি ছেলে বন্রী চাকমা (৪০), বাবু চাকমা (৩০) ও ললিত বিহারী চাকমা(৩৫); মতিলাল চাকমা (৪০), পিতা নোয়াচান চাকমা ও তার ছেলে নীতি

বিন্দু চাকমা (৩০); আনন্দ কুমার দেওয়ান (৪৫), পিতা হেম রঞ্জন দেওয়ান এবং আনন্দ লীলা চাকমা (৩৫), পিতা রবি চন্দ্র চাকমা। এছাড়া আশে-পাশের আরো বেশ কয়েক জনের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলেও তাদের নাম জানা যায়নি।

১৮ ডিসেম্বর ২০১৬

বেলা আড়াইটার সময় লংগদু উপজেলার মাইনি জোন থেকে ৪০-৫০ জনের একটি সেনা দল মধ্য হাড়িকাবার ধনপুদি বাজার এলাকায় অপারেশন চালায়। এ সময় সেনারা বাজার এলাকার লক্ষ্মীরাম চাকমা, পিতা- বিরাজ চন্দ্র চাকমার বাড়িসহ আশে-পাশে প্রায় সবগুলো বাড়ি তল্লাশি চালায়। সেনারা আলমারির তালা ভেঙ্গে টাকা-পয়সা, মোবাইল ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায় বলে এলাকার লোকজন অভিযোগ করেছেন।

এছাড়া সেনারা স্বর্ণময় চাকমা, পিতা- সুমেন্ত চাকমা ও সুমন চাকমা, পিতা- রেবতী চাকমা নামে দু'জনকে শারিরীক নির্যাতন চালায়।

নির্যাতন-হয়রানি

২০১৬ সালে সেনাবাহিনী কর্তৃক বেশ কয়েকটি হয়রানি ও শারিরীক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সেনাদের নির্যাতন থেকে স্কুল ছাত্র ও নারীরাও বাদ যায়নি। লক্ষ্মীছড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও হয়রানি ও শরীর তল্লাশি করা হয়েছে, যা এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে।

কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১০ মার্চ ২০১৬

সকালে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের হাজাছড়া গ্রামে রহিত ত্রিপুরা (১১), পিতা-কলইপা ত্রিপুরা নামে হাজাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর এক ছাত্রকে মারধর করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকালে বিজিতলা আর্মি ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য হাজাছড়া গ্রামে অপারেশনে যায়। সেখানে গিয়ে তারা হাজাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থান নেয়। সকাল আনুমানিক ৮টার সময় রহিত ত্রিপুরা স্কুলের পাশ দিয়ে যাবার সময় মোবাইলে ছবি তোলার অজুহাতে সেনারা তাকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং স্কুলের রুমে ঢুকিয়ে বেদম মারধর করে। সেনারা রহিত ত্রিপরার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয়। পরে সেনারা সেখান থেকে ক্যাম্পে ফিরে যায়। তবে রহিত ত্রিপুরার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া মোবাইল ফোনটি ফেরত দেওয়া হয়নি।

২১ জুন ২০১৬

রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের নন্দরাম দোকানের সামনে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৮ ব্যক্তিকে শারিরীক নির্যাতন করে।

নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির হলেন, ১. প্রিয় চাকমা (২৫), গ্রাম, ডিপু পাড়া, মাচলং,২. নতুন জয় চাকমা (২২), গ্রাম পুকুর পাড়, ৩. পরাণ্যা চাকমা (২৪), গ্রাম ডিপু পাড়া, ৪.নিপুন চাকমা (২৩), গ্রাম এগুজ্জেছড়ি,৫. রতন চাকমা (৩০), গ্রাম- এগুজ্জেছড়ি, ৬. আলোময় চাকমা, (২৮), গ্রাম এগুজ্জেছড়ি, ৭. পুতুল চাকমা (৩৫), তিনি সাজেকের উজো বাজারের ফার্মিসী দোকানদার। এছাড়া তাদের সাথে মাজলং বাজারের মোঃ জসীম নামে এক বাঙালিও ছিল। জানা যায়, একজন মেয়ে রোগীকে দীঘিনালা স্বাস্থ্য কমপেণ্ডক্স থেকে চিকিৎসা করিয়ে উক্ত ব্যক্তিরা ৪টি মোটর সাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে নন্দরাম দোকানের সামনে পৌঁছলে টাইগার টিলা আর্মি ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার(সুবেদার) আনোয়ারের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য তাদের আটকিয়ে কোন কারণ ছাড়াই মারধর করে। এ সময় সাজেক ইউপি'র ৬নং ওয়াড্রের মেম্বার উদয়ন চাকমাকেও আটকিয়ে রাখা হয়। তবে তাকে মারধর করা হয়নি। শারিরীক নির্যাতনের পর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

২০ জুলাই ২০১৬

রাত ১০টার দিকে ইউপিডিএফ সংগঠক মিঠুন চাকমার মুক্তির দাবিতে পোস্টারিং করার সময় খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে উগ্রসাম্প্রদায়িক বাঙালি ছাত্র পরিষদ নামধারী সেটেলার দুর্বৃত্তরা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর ৫ নেতা-কর্মীর উপর হামলা চালিয়ে লোহার রড, লাঠিসোটা দিয়ে বেদম মারধর করে। এরপর তারা পিসিপি নেতা-কর্মীদের খাগড়াছড়ি রিজিয়নের সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। সেনারা তাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে মেজর আতিকের নেতৃত্বে রাতভর ব্যাপক শারিরীক নির্যাতন চালায়। এতে ৫ জনই গুরুতর আহত হন। তাদের সম্পূর্ণ শরীর আঘাতপাপ্ত হয়।

হামলা ও নির্যাতনের শিকার পিসিপি'র নেতা কর্মীরা হলেন- খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সদস্য ও খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের বিএ ১ম বর্ষের ছাত্র জেসীম চাকমা, খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ শাখার সভাপতি ও একই কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র জুয়েল চাকমা, খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র সজীব চাকমা, পানছড়ি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র এডিশন চাকমা ও খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে শাখার সাধারণ সম্পাদক ও একই কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র প্রতিপন চাকমা। এর মধ্যে জেসীম চাকমাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে চট্টগ্রামে রেফার করেন।

পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে তাদেরকে খাগড়াছড়ি সদর থানায় হস্তারের পর মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা আদায়পূর্বক ছেড়ে দেওয়া হয়।

২ সেপ্টেম্বর ২০১৬

রাত ১০:১৫টার সময় রাঙামাটির বঘাইছড়ি উপজেলার করেঙাতলী বি বণ্ঠকে সেনাবাহিনী কর্তৃক সুখেন চাকমা নামে বিটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক ছাত্রকে শারিরীক নির্যাতন চালানো হয়। সুখেন চাকমা বি-ব্লকের অরুণ কান্তি চাকমার ছেলে। করেঙাতলী ক্যাম্পের মেজর মামুনের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী বি-ব্লকে গিয়ে বিমল কান্তি চাকমার বাড়ি তল্লাশি চালায়। এ সময় সেখানে থাকা সুখেন চাকমার উপর তারা শারিরীক নির্যাতন চালায়। এতে বিমল কান্তি চাকমার স্ত্রী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে সেনা সদস্যরা তাকেও মারধরের হুমকি দেয়।

৩০ অক্টোবর ২০১৬

খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা সদরের জুর্গাছড়ি ব্রীজ এলাকায় কুশিনগর বনবিহারে আয়োজিত কঠিন চীবর দানোৎসবে আসা রাঙামাটি রাজবন বিহারের ধর্মগুরু শ্রীমৎ জ্ঞানপ্রিয় ভান্তে ও ফুরমোন আন্তর্জাতিক বন ভাবনা কেন্দ্রের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ভৃগু ভান্তেকে বহনকারী গাড়ি (পাজেরো) গতিরোধ করে তল্লাশি চালিয়ে হয়রানি করে লক্ষ্মীছড়ি জোনের সেনা সদস্যরা।

সেনারা ভান্তেদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে গাড়ির সিট, ভান্তেদের ব্যবহৃত ব্যাগ, চাবেকসহ সকল জিনিসপত্র তল্লাশি চালায় এবং তাদের দেহও তল্লাশি করে। সেনারা ভান্তেদের ব্যবহৃত পানীয় বোতলগুলোও শুঁকে দেখে।

১ নভেম্বর ২০১৬

বিকাল ৪টার দিকে রাঙামাটির সাজেক ইউনিয়নের মাচলঙে হেভেন চাকমা (২৪) ও তাঁর স্ত্রী অন্তরা চাকমার (১৯) উপর শারিরীক নির্যাতন চালায় মাচলঙ ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা।

জানা যায়, ঘটনার দিন হেভেন চাকমা ও তাঁর স্ত্রী অন্তরা চাকমা মাচলঙে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। বিকাল ৪টার দিকে সেখান থেকে কগেইয়াতলীর নিজ বাড়িতে ফেরার পথে মাচলঙ ক্যাম্পের চেকপোষ্টে তাদেরকে আটকানো হয়। এ সময় তাদের ব্যাগ তলণ্চাশি চালিয়ে কি যেন একটি লিফলেট পাওয়া গেছে- এমন অভিযোগে সেনারা তাদেরকে বেদম প্রহার করে। এতে দু'জনই শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পেয়ে আহত হন। পরে খবর পেয়ে সন্ধ্যা ৬টার দিকে স্থানীয় ইউপি মেম্বার পরিচয় চাকমাকে সাথে নিয়ে হেভেন চাকমার পিতা শান্তি ময় চাকমা ও অন্তরা চাকমার পিতা দশরথ চাকমা মাচলঙ ক্যাম্পে গিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

২ নভেম্বর ২০১৬
বেলা ২টার সময় খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের মধুরাম কার্বারী পাড়ায় বিজিবি কর্তৃক সুশীল জীবন চাকমা, পিতা শান্তি রঞ্জন চাকমা'র সদ্য তোলা একটি দোকানঘর ভেঙে দেওয়া হয়।
দুরছড়ি খেদাছড়া বিজিবি ক্যাম্পের সুবেদার গোলাম মওলানা'র নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য এই ভাংচুর চালায়। দোকানঘরটি ভেঙে দেয়ার কারণ জানতে চাইলে বিজিবি কমান্ডার উক্ত জায়গাটি তাদের (বিজিবি'র) বলে দাবি করে।

২৪ নভেম্বর ২০১৬
দুপুর ১টার সময় বিজিবি'র ৪১ ব্যাটালিয়ন থেকে দুই পিকআপ বিজিবি সদস্য রামগড় উপজেলাধীন ১নং রামগড় ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের ব্রতচন্দ্র পাড়ার দোকানে এসে অবস্থান করেন। কিছুক্ষণ পর বিজিবি সদস্যরা দোকানের পাশের বাড়ির শিশু মুতুম ত্রিপুরা (৯), পিতা- মৃত লাল মোহন ত্রিপুরা-কে ধরে নিজেরা নিয়ে আসা লাল ব্যাগ থেকে একটি দেশীয় অস্ত্র (এলজি) বের করে 'এটা তোমার কিনা এবং কে এখানে রেখে পালিয়েছে' বলে জিজ্ঞেস করে। এতে শিশু মুতুম ত্রিপুরা 'এটাতো আপনাদের নিয়ে আসা অস্ত্র' বলে স্পষ্টভাবে জবাব দিলে বিজিবি সদস্যরা তাকে দৌঁড়ে চলে যেতে বলে।
কিন্তু সে (মুতুম) দৌঁড় না দিয়ে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে বাড়িতে যাওয়ার সময় রাস্তায় আবারও বিজিবি সদস্যরা চিৎকার দিয়ে তাকে ধরে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করে। এমন সময় তাদের চিৎকার শুনে এলাকার লোকজন এগিয়ে আসলে বিজিবি সদস্যরা তাকে রেখে ব্যাটালিয়নে ফিরে যায়।

যৌন সহিংসতা

২০১৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে কমপক্ষে ২১ জন পাহাড়ি নারী-শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণ চেষ্টা ও অপহরণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার হন ৬ জন, ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হন ১৩ জন, শ্লীলতাহানির শিকার হন ১ জন ও অপহরণের শিকার হয়েছেন ১ জন। এদের মধ্যে রাঙামাটির সাজেকে পুলিশ সদস্য কর্তৃক একজন ধর্ষণ প্রচেষ্টা ও ঘিলাছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক অপর একজন যৌন হামলার শিকার হন। তবে অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনাগুলোর সাথে জড়িত সেটলার বাঙালিরা। তাদের কারণে পাহাড়ি নারীরা আজ সর্বক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১ ফেব্রুয়ারি '১৬
সোমবার খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি থানার হাতিছড়া গ্রামে বিজয় দাস (১৩) নামে এক হিন্দু যুবক কর্তৃক সাড়ে তিন বছরের পাহাড়ি শিশুকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ঘটনার দিন সকাল ১০টার দিকে বিজয় দাস শিশুটিকে পাকা পেঁপে দেয়ার নাম করে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ঘটনার জানার পর শিশুটির বাবা-মা শিশুটিকে উদ্ধার করে লক্ষীছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা প্রদান করে।

১২ ফেব্রুয়রি ২০১৬
সকাল সাড়ে ১১টার দিকে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়নের সাপ্রু কার্বারী পাড়ায় ১০ম শ্রেণীতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি (মারমা) ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় মোঃ সাইদুর রহমান (২২) নামে এক সেটলার যুবক।
ঘটনার দিন বাবা-মা ক্ষেতে কাজ করতে যাওয়ায় ওই ছাত্রী একাই বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করছিল। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জয়সেন পাড়ার মোঃ বাদশা মিয়ার ছেলে মোঃ সাইদুর রহমান হঠাৎ তাদের বাড়িতে ঢুকে একা পেয়ে ওই ছাত্রীকে জড়িয়ে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এতে ধস্তাধস্তি করে কোন রকমে পালিয়ে গিয়ে ওই ছাত্রী ইজ্জত রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এরপর ঘটনাটি প্রতিবেশীদের জানালে সাথে সাথে লোকজন গিয়ে লম্পট সাইদুর রহমানকে ধরে ফেলে। উক্ত ঘটনার ঘন্টা খানিক পর

স্থানীয় বাঙালি(সেটলার) মুরুব্বীরা সমস্যাটি মীমাংসার জন্য ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তাদের সাথে পুলিশও ছিল। এরপর সেনাবাহিনীর একটি দলও ঘটনাস্থলে পৌঁছে । পরে ধর্ষণ চেষ্টাকারী মোঃ সাইদুর রহমানকে পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের উজোবাজার পুলিশ পোস্টে বাঘাইহাট পুলিশ ফাড়ি থেকে ডিউটিতে আসা মো: সরোয়ার হোসেন নামে এক পুলিশ কনস্টেবল উজোবাজার এলাকায় বাড়িতে ঢুকে এক পাহাড়ি নারীকে (২১) ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।
ঘটনার সময় ভিকটিম ওই নারী চিৎকার দিলে আশেপাশের নারীরা এগিয়ে গেলে মো: সরোয়ার দৌঁড়ে পালাতে থাকে। এ সময় নারীরা তাকে পিছু ধাওয়া করে। পুলিশ কনস্টেবলটি কোন রকমে উজোবাজার পোস্টে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে সেখানে দায়িত্বরত অন্য পুলিশ ও সেনা সদস্যরা তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বাঘাইহাট পুলিশ ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

১৩ মার্চ ২০১৬
রবিবার বেলা পৌনে ২টার সময় রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের উপর পলি পাড়ায় ১০ বছর বয়সী তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি স্কুলছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায় একই ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের মোঃ জাকির (৩০), পিতা- মোঃ জলিল মাষ্টার নামে এক সেটলার।
ঘটনার সময় পলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী স্কুল ছুটির পর একা বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে গাড়িতে আনারস তোলার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক মো: জাকির ওই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে ধাওয়া করে। এ সময় ছাত্রীটি চিৎকার দিতে দিতে পালিয়ে যেতে থাকে। কিছুদূর ধাওয়া করে নিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় দুই পাহাড়ি নারীকে দেখতে পেয়ে মো: জাকির পালিয়ে যায়। এতে মেয়েটি ইজ্জত হরণ থেকে রক্ষা পায়।

১৫ মার্চ ২০১৬
মঙ্গলবার বিকালে রাঙামাটির লংগদু উপজেলার সদরের মানিকজোড় ছড়া গ্রামে আট বছরের এক পাহাড়ি শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে জয়নাল আবেদিন (আবু) নামে এক নরপশুকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় গ্রামবাসী। নরপশু জয়নাল আবেদিন আবু ভাইট্টাপাড়া গ্রামের মোঃ চান মিয়ার ছেলে এবং পেশায় একজন ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ী।
ঘটনার দিন দুপুরে মানিকজোড় ছড়া গ্রামের জনৈক ব্যক্তির বাসায় বিয়ের দাওয়াত খেয়ে চলে যাওয়ার সময় জয়নাল আবেদীন আবু স্থানীয় বাসিন্দা চন্দ্র বিহারী চাকমার বসত ঘরে প্রবেশ করে। এসময় বাসার সকলেই উক্ত বিয়ের অনুষ্ঠানে চলে গেলেও তার ছোটো মেয়ে ঘরের মধ্যেই ছিলো। এ সময় মেয়েটিকে একা পেয়ে ধরে জোর করে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় জয়নাল আবেদিন। তবে মেয়েটি কোন রকমে তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পার্শ্ববর্তী তার চাচাকে ঘটনাটি জানায়। পরে মেয়েটির চাচা ও বাড়ির অন্য সকলে মিলে জয়নাল আবেদিন আবুকে ধরে বেঁধে ফেলে।
পরে পুলিশকে খরব দিলে লংগদু থানার এসআই মোহাম্মদ জাফর তার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে আবুকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় মেয়েটির পিতা বাদি হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছেন।

২০ মার্চ ২০১৬
রবিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের পাকলা পাড়ায় ২৮ বছর বয়সী এক নারীকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। পাতাছড়া-নাভাঙা রাস্তায় ব্রিক সোলিঙ কাজে কর্মরত মোঃ নুরুল হুদা (বয়স- ৩১, পিতা- মৃত আবু তাহের, গ্রাম- আনন্দ পাড়া, রামগড়) নামে এক শ্রমিক ওই নারীকে প্রলোভন দেখিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয় যুবকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মোঃ নুরুল হুদাকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়।
এ ঘটনার কিছুক্ষণ পর গুইমারা সাবজোন থেকে জনৈক ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে ৪ গাড়ি আর্মি সেখানে যায়। এরপর তারা ওই নারীর ক্ষতিপূরণ বাবদ নুরুল হদাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করে বিষয়টি মিটমাট করে দেয় এবং নুরুল হুদাকে তাদের হেফাজতে নিয়ে যায়।

২৭ মে ২০১৬
শুক্রবার সকালে খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের যৌথ খামার পাড়ায় সেটলার বাঙালি কর্তৃক ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি (মারমা) স্কুল ছাত্রী (১৪) ধর্ষণের শিকার হয়।
ঘটনার দিন পানছড়ি বাজার স্কুলের ওই ছাত্রী তার চেয়ে বয়সে ছোট গ্রামের এক মেয়েকে সাথে নিয়ে বাড়ির পাশ্ববর্তী বাঁশ বাগান থেকে বাঁশকোড়ল সংগ্রহ করতে যায়। সকাল ১০টার দিকে ২০ বছর বয়সী এক সেটলার যুবক সেখানে গিয়ে ওই স্কুল ছাত্রীকে ঝাপটে ধরে এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময় স্কুলছাত্রীর সঙ্গে যাওয়া ওই মেয়েটি সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে গ্রামের লোকজনকে ঘটনাটি জানায়। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন গিয়ে ওই স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করে। তবে নরপশু সেটলার যুবকটি পালিয়ে যায়।

২৪ মে ২০১৬
বান্দরবানের লামা উপজেলায় ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়ন সাপের ঘাটা গ্রামে হারাগাজা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী হ্লাছাই মার্মা (১৩), পিতা-অংছা প্রু মার্মা নামে এক পাহাড়ি ছাত্রীকে অপহরণের ঘটনা ঘটে।
উক্ত ঘটনায় ওই ছাত্রীর পিতা ২৭ মে লামা থানায় ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামীরা হলেন- আসামীরা হলেন, ছৈয়দ আহাম্মদের ছেলে মোঃ মিজান (২১) এর নেতৃত্বে মনছুর আলম (২২), পিতা- নুর মোহাম্মদ, মোঃ জসিম (১৯), পিতা- করন আলী, মোঃ মঞ্জুর (১৮), পিতা- শফিক কালু, মোঃ মিজান (২০), পিতা- ফয়েজ আহাম্মদ ও মোঃ হাছন (২৫), পিতা- মকবুল হোসেন।

২০ জুলাই ২০১৬
বুধবার খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের বিদ্যামোহন পাড়ায় সেটলার বাঙালি কর্তৃক ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের এক নারীকে (২০) ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ঘটে।
ধর্ষণ চেষ্টাকারী ওই সেটলার দুর্বৃত্তের নাম মোঃ রুস্তম (৩৫), পিতা- মোঃ গোলাপ, গ্রাম- মোহাম্মদপুর, পানছড়ি সদর ইউপি।
ঘটনার দিন বিকাল ৪টার দিকে ওই নারী কুয়া থেকে পানি আনতে যাবার সময় মোঃ রুস্তম তাকে একা পেয়ে ঝাপটে ধরার চেষ্টা চালায়। এতে ওই নারী চিৎকার দিয়ে দৌঁড়ে পালিয়ে গেলে রুস্তম তাকে পিছু ধাওয়া করে। পরে ওই নারী পার্শ্ববর্তী জমিতে কাজ করা লোকজনের কাছে আশ্রয় নেয়। এরপর লোকজন ছুটে গিয়ে মোঃ রুস্তমকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। পরে তারা মোহাম্মদপুর এলাকার সেটলার মুরুব্বীদের মোবাইলে ফোন করে তাদের হাতে রুস্তমকে তুলে দেয়।
এ বিষয়ে ২১ জুলাই বিকালে পানছড়ি বাজার এলাকায় ভিকটিম ওই নারীর অভিভাবকসহ পাহাড়ি ও বাঙালি মুরুব্বীদের নিয়ে এক সালিশী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ধর্ষণ চেষ্টার দায়ে মোঃ রুস্তমকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য করে বিষয়টি মীমাংসা করে দেওয়া হয়।

২৬ আগস্ট ২০১৬
খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার যোগ্যছোলায় ১২ বছর বয়সী এক পাহাড়ি (মারমা) কিশোরীকে সেটলার কর্তৃক ধর্ষণ প্রচেষ্টার ঘটনা ঘটে। ভিকটিম ওই কিশোরী যোগ্যছোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী।
জানা যায়, ঘটনার দিন ওই কিশোরী গ্রামের পার্শ্ববর্তী মাঠে গরু চড়াতে যায়। বিকাল আনুমানিক ৩টার দিকে মোঃ হাশেম(৫৫) তাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরে কিশোরীর চিৎকারে আশে-পাশের লোকজন ছুটে এলে হাশেম পালিয়ে যায়।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬
বান্দরবানে এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে ফুসলিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগে মোহাম্মদ হারুণ অর রশিদ নামে এক শিক্ষককে আটক করে পুলিশ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জেলা শহরের জাদি পাড়ার এলাকায় অবস্থিত স্বর্ণশিলা আবাসিক হোটেলে

একটি কক্ষ থেকে স্কুল ছাত্রীসহ তাঁকে আটক করা হয়। আটক হারুণ অর রশিদ রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের বানিজ্য বিভাগের (খন্ডকালীন) শিক্ষক।

শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে তাঁকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তোলা হয়। কোর্ট তাকে জেলে পাঠিয়ে দেয়। ***সূত্র: দৈনিক ঝিড়িঝর্ণা***

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার গোমতি ইউনিয়নের প্রার্থনা কুমার পাড়ায় ১২ বছর বয়সী এক পাহাড়ি কিশোরীকে ধর্ষণ চেষ্টা চালায় মোঃ মালু মিয়া (১৭) ও মোঃ সুমন মিয়া (২৮) নামে দুই সেটলার। ধর্ষণ চেষ্টাকারী মালুমিয়া গোমতি ইউনিয়নের তরুণী পাড়ার মোঃ হারুণ মিয়ার পুত্র আর সুমন মিয়া একই গ্রামের শফিকুল ইসলামের পুত্র। তারা উভয়ে কলা ব্যবসায়ী।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬

রবিবার মাটিরাংগা উপজেলার ৮নং আমতলী ইউনিয়নের পতি কার্বারী পাড়ায় ৩য় শ্রেণীতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি কন্যা শিশু ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়। ঘটনার দিন জালিয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে স্কুল ছুটি শেষে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলে মোঃ ফারুক (১৮), পিতা-রঞ্জু মিয়া, গ্রাম-জালিয়া পাড়া নামে এক বখাটে সেটলার যুবক ওই শিশুটিকে ঝাপটে ধরে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এ সময় তার সাথে থাকা তার বান্ধবীরা গ্রামে গিয়ে বিষয়টি এলাকাবাসীকে জানালে এলাকার লোকজন ছুটে এলে মোঃ ফারুক পালিয়ে যায় এবং লোকজন শিশুটিকে উদ্ধার করে।

৮ অক্টোবর ২০১৬

শনিবার সকাল ৮টায় রাঙামাটির বরকল উপজেলা বাজারে বরকল সদর ২২ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মসজিদের ইমাম মোঃ রাজ্জাক (৭০) কর্তৃক বরকল রাগীব রাবেয়া কলেজের ২য় বর্ষের এক পাহাড়ি (চাকমা) ছাত্রী শ্লীলতাহানীর শিকার হয়।

জানা যায়, ঘটনার দিন ছিল বরকল বাজারের হাটবার। ওই দিন সকালে ভিকটিম ওই ছাত্রী বাজার করার সময় ইমাম রাজ্জাক ছাত্রীটিকে প্রথমে বুকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে আবার পিছন থেকে স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়। এতে ছাত্রীটি তার পায়ের জুতা দিয়ে রাজ্জাকের গালে আঘাত করে। এতে ইমাম রাজ্জাক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। সূত্র: অনলাইন

৮ অক্টোবর ২০১৬

বান্দরবান সদর উপজেলার ক্যমলং ইউনিয়নের এক কিশোরীকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় শহীদুল ইসলাম ও নূরুল ইসলাম নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ওই কিশোরী জানায় ঘটনার দিন সন্ধ্যায় পাড়ার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুই যুবক তাকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁকে প্রথমে রাস্তার পাশের জঙ্গলে আটকে রাখা হয়। পরে রাতে তাকে ইউনিয়ন পরিষদের ভবনে নিয়ে ধর্ষণ করে তাঁরা। **সূত্র: প্রথম আলো**

১০ নভেম্বর ২০১৬

রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়িতে সেনা সদস্য কর্তৃক এক পাহাড়ি নারীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকাল ১০টার দিকে নান্যাচর জোনের অধীন ঘিলাছড়ি ক্যাম্প থেকে ২০-২২ জনের একদল সেনা সদস্য ঘিলাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা জীবন জ্যোতি দেওয়ানের বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে সহ তাঁর বাড়িতে থাকা অপর এক ব্যক্তিকে আটক করে। এ সময় সেনা সদস্যরা জীবন জ্যোতি দেওয়ানের স্ত্রী শেফালি চাকমাকে (৩৪) মারধর, তলপেটসহ স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিয়ে জোরে স্পর্শ ও আঘাত করলে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাকে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

৭ ডিসেম্বর ২০১৬

বুধবার বেলা দেড়টার দিকে রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার কলমপতি ইউনিয়নের রাঙাপানিছড়া এলাকায় এসএসসি পরীক্ষার্থী এক পাহাড়ি (চাকমা) ছাত্রীকে ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ঘটে।

ধর্ষণ চেষ্টাকারী দুর্বৃত্তের নাম মোঃ আলা উদ্দিন (২৫), পিতা- শামসুল আলম, গ্রাম- ফটিক নগর, রাউজান। পেশায় একজন মিন্ট্রিাক ড্রাইভার। সে রাস্তা নির্মাণ কাজের জন্য ইট আনার কাজ করে থাকে।

জানা যায়, কাউখালী ভোকেশনালের ২০১৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী ওই ছাত্রী ক্লাশ শেষে তার এক বান্ধবীসহ পায়ে হেঁটে ছোট ডলুতে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার পথে রাঙাপানি ছড়া মুখ স্থানে পৌঁছলে মোঃ আলা উদ্দিন তাকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। এতে ওই ছাত্রী ও তার বান্ধবী চিৎকার দিলে আশে-পাশের লোকজন ছুটে এসে মোঃ আলা উদ্দিনকে ধরে ফেলে। পরে তাকে কাউখালী থানা পুলিশে সোপর্দ করে।

উক্ত ঘটনায় ওই ছাত্রীর পিতা বাদী হয়ে কাউখালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেন।

১০ ডিসেম্বর ২০১৬

শনিবার বিকালে খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়িতে হিন্দু দোকানদার ধন্য দাস (৪০), পিতা-নিরঞ্জন দাস কর্তৃক ৩২ বছর বয়সী এক পাহাড়ি (মারমা) নারীকে ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ঘটে। জানা যায়, ঘটনার দিন বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ভিকটিম ওই নারী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য ধন্য দাসের দোকানে যান। এ সময় দোকানে লোকজন না থাকার সুযোগে দোকানদার ধন্য দাস ওই নারীকে জড়িয়ে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

উক্ত ঘটনায় ভিকটিম ওই নারী বাদী হয়ে লক্ষীছড়ি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ ধন্য দাসকে গ্রেফতার করেছে।

১২ ডিসেম্বর ২০১৬

সোমবার বিকালে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে ইঞ্জিন চালিত বোটে তুলে নিয়ে এক পাহাড়ি নারীকে (৩৫) পালাক্রমে ধর্ষণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটে। উক্ত ঘটনায় ভূক্তভোগী নারী গতকাল (১৩ ডিসেম্বর) মঙ্গলবার রাতে রাঙামাটির কোতয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

ভিক্টিমের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বোট চালক ও আসামী নজরুল ইসলাম (৩২) নামে একজনকে আটক করেছে। তবে অপর অভিযুক্ত নিপু ত্রিপুরা (৩২) নিজেকে জনসংহতি সমিতি (জেএসএস)'র নেতা পরিচয় দেয় বলে ভিক্টিম জানায়।

ভূক্তভোগী নারী জানিয়েছেন তিনি তার ছেলের চিকিৎসার জন্য গত সোমবার ১২ হাজার টাকা নিয়ে বরকলের উজ্জ্যাংছড়ি থেকে চট্টগ্রামে যাবার জন্য রিজার্ভ বাজারে পাহাড়িকা কাউন্টারে গিয়েছিলেন। সেখানে নিপু ত্রিপুরা নামে অপরিচিত এক ব্যক্তি নিজেকে স্থানীয় জেএসএস নেতা ও কবিরাজের পরিচয় দিয়ে তাকে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাকে বালুখালী জেএসএস অফিসে যেতে হবে বলে রিজার্ভ বাজারের লঞ্চঘাটে নিয়ে যান।

বালুখালী যাবার নাম করে সেখান থেকে একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকায় তোলা হয় তাকে। এরপর কাপ্তাই হ্রদের নির্জন একটি স্থানে নিয়েগিয়ে ভাসমান বোটের উপর বোট চালক নজরুল ইসলাম ও নিপু ত্রিপুরা দু'জনে মিলে পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর তার ছবি তোলে দুবৃত্তরা। ঘটনাটি কাউকে না জানাতে বলে এবং জানালে এসব ছবিগুলো ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। ধর্ষণের পর সঙ্গে থাকা ১২ হাজার টাকাও দুবৃত্তরা কেড়ে নেয় বলেন ভুক্তভোগী নারী। পরে সন্ধ্যার দিকে তাকে রিজার্ভ বাজারে নামিয়ে দিয়ে ধর্ষকরা পালিয়ে যায়।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৬

বান্দরবান পৌর এলাকায় ১৭ বছর বয়সী এক মারমা কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়। উক্ত ঘটনায় পুলিশ কাজল বড়ুয়া নামে একজনকে আটক করেছে।

জানা যায়, ঘটনার দিন রোয়াংছড়ি উপজেলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী ওই কিশোরী শুক্রবার বান্দরবান শহরের রাজপূণ্যাহ্ মেলায় বেড়ানো শেষে রাত ১১টার দিকে তার প্রেমিকসহ শহরের রোয়াংছড়ি বাস স্টেশনে আত্মীয়ের বাসায় যাওয়ার পথে চার যুবক তাদের আটক করে। এ সময় তারা ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রেমিক জুটিকে পাহাড়ের ঢালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রেমিকের সামনে কিশোরীকে উক্ত চার যুবক পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরে কিশোরীকে উদ্ধার করে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২৮ ডিসেম্বর ২০১৬

আহত গৃহবধু উচাইন্দা মারমা

খাগড়াছড়ির পার্বত্য জেলার রামগড়ে উপজেলার সোনাইআগা নামক পাহাড়ি পলণ্টীতে এক পাহাড়ি গৃহবধুকে ধর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়ে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা। আহত গৃহবধূ উচাইন্দা মারমা (২৭)কে রামগড় উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জানা যায়, সোনাইআগা গ্রামের বাসিন্দা চাইলাপ্রু মারমার স্ত্রী উচাইন্দা মারমা বুধবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে ঘর থেকে বের হয়ে টয়লেটে যাওয়ার জন্য। এ সময় দুজন মুখোশ পরা ব্যক্তি আকস্মিকভাবে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এদের একজন গৃহবধূর মুখ চেপে ধরে এবং অন্যজন ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় গৃহবধু উচাইন্দা মারমা নিজেকে বাঁচাতে মুখোশধারী এক দুর্বৃত্তর হাতের আংগুলে কামড়ে দেন। এতে অন্যজন ধারালো দা দিয়ে তার বাম হাতে কোপ দেয়। তার চিৎকার শুনে ঘর থেকে স্বামী বেরিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। **(সূত্রঃ আদিবাসী বার্তা)**

সেটলার হামলা

২০১৬ সালে বড় ধরনের সেটলার হামলার ঘটনা না ঘটলেও সেটলাররা পাহাড়িদের উপর বেশ কয়েকটি হামলা চালিয়েছে। ২১ শে ফেব্রুয়ারির মতো রাষ্ট্রীয় দিবসে খাগড়াছড়ির মাটিরাংগায় পাহাড়িদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বান্দরবানের আলীকদম উপজেলায় ত্রিপুরা গ্রামে হামলা ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়। খাগড়াছড়িতে বেশ কয়েকবার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে পাহাড়িদের উপর হামলা চালায় সেটলার বাঙালিরা। এছাড়া বাঙালিদের হাতে দুই পাহাড়ি হত্যার শিকার হন।

কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১৩ জানুয়ারি ২০১৬

বিকালে খাগড়াছড়ির লক্ষীছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী ফটিকছড়ির কাঞ্চনপুর এলাকার সরকারী ডেবা নামক স্থানে কর্ণফুলী চা বাগানের ভূমিদস্যুদের প্ররোচনায় পাহাড়িদের বসতবাড়িতে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা।

স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, প্রায় ২ বছর আগে পাহাড়িরা উক্ত এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে শুরু করে। যেখানে পাহাড়িরা বসতি গড়ে তোলে ঐ জায়গাটি কর্ণফুলী চা বাগান (ব্র্যাক পরিচালিত) এর ভূমিদস্যুরা তাদের বাগানের আওতাভূক্ত জায়গা বলে দাবি করে সেখান থেকে পাহাড়িদের তাড়িয়ে দিতে কৌশলে স্থানীয় বাঙালিদের উস্কে দিলে পূর্ব কাঞ্চনপুর থেকে শতাধিক লোক গিয়ে পাহাড়িদের বসতিতে হামলা চালায় এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ৭টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ সময় হামলাকারীরা অপর ৮টি বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করে।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

খাগড়াছড়ির মাটিরাংগায় আলুটিলার রিছাং ঝর্ণা এলাকা থেকে আজিজুল হাকিম নামে মোটর সাইকেল চালকের লাশ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মাটিরাংগায় পাহাড়িদের উপর হামলা চালায় সেটলার বাঙালিরা। এতে উছিমং মারমা (১৮) নামে এক কলেজ ছাত্রসহ কমপক্ষে ১০-১২ জন আহত হন।

ওইদিন দুপুরে সেটলার বাঙালিরা মাটিরাংগা বাজারে দোকানপাট বন্ধ করে দেয়। তারা রাস্তা অবরোধ করে পাহাড়ি বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে মিছিল ও সমাবেশ করলে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় সেটলাররা গাড়ি ভাংচুর ও

পাহাড়িদের উপর হামলা চালায়। ফলে খাগড়াছড়ি-ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পাহাড়িদের মধ্যে দেখা দেয় আতঙ্ক।

১৫ মার্চ ২০১৬
রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম লুঙ্গি পাড়ার বাসিন্দা উষা প্রু মারমা (৫৪) নামে এক পাহাড়িকে কুপিয়ে হত্যা করা করা হয়। তিনি একজন সাধারণ কাঠ ব্যবসায়ী। তাঁর পিতার নাম পথোয়াই মারমা। হত্যাকারী মো: নূর আলম (৩৭) পার্শ্ববর্তী রাউজানের কদলপুর এলাকার মোঃ হাসিম আলীর ছেলে।
জানা যায়, উষা প্রু মারমা নূর আলমের বড় ভাইয়ের কাছ থেকে লুঙ্গি পাড়ার পাশ্ববর্তী বাগান থেকে কিছু গাছ ক্রয় করেন। ঘটনার দিন ক্রয়কৃত গাছের টাকা দিতে গেলে নূর আলমের সাথে তাঁর দেখা হয়। এ সময় নূর আলম তাকে গাছ নিতে পারবে না বলে জানালে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে নূর আলম নিজেকে খুনি উলেণ্টখ করে দা দিয়ে উষা প্রু মারমার উপর হামলে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই উষা প্রুর মৃত্যু হয়।

১৮ এপ্রিল ২০১৬
বান্দরবানের থানচিতে তিন বাঙালি গরু ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলীকদমে পাহাড়ি দম্পতির উপর হামলা করে সেটলার বাঙালিরা। এতে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই আহত হন। পরদিন ১৯ এপ্রিল সেটলার বাঙালিরা আলীকদম উপজেলা সদর থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার দূরের মাস্টার পাড়া নামক ত্রিপুরা গ্রামে হামলা ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। হামলাকারীরা আমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মতিরাং ত্রিপুরার বাড়িসহ তিনটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে অপর দু'টি বাড়ি রক্ষা করা গেলেও মতিরাং ত্রিপুরার বাড়ি সম্পূর্ণ ভষ্মিভূত হয়। এছাড়া বাঙালিরা পাহাড়িদের ঘরবাড়ি ভাংচুরের চেষ্টা চালায় এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে।

২৩ এপ্রিল ২০১৬
খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার কবাখালী ইউনিয়নে নির্বাচন চলাকালে হাসিনসনপুরে ভোট কেন্দ্র দখল ও জাল ভোটে প্রতিবাদ করাকে কেন্দ্র করে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে এক তাণ্ডবলীলা চালায়।

২৯ এপ্রিল ২০১৬
খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার ১নং ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের গরুকাটা নামক স্থানে মানেন্দ্র ত্রিপরা (৬৬), পিতা-কর্মধন ত্রিপুরা নামে এক পাহাড়িকে হত্যা করে সেটলার বাঙালিরা। ২৯ এপ্রিল ২০১৬ সকালে বাড়ির পাশ্ববর্তী জঙ্গলে তার মস্তক, এক হাত-এক পা বিহীন গলিত লাশ পাওয়া যায়।
এদিকে তার লাশ উদ্ধারের পর পার্শ্ববর্তী ৪ পরিবার সেটলার মোঃ মজিদ (৫০), পিতা-অজ্ঞাত, মোঃ এবায়দুল (৫২), মোঃ দীন আলী (৫০) ও মোঃ ডালী (৬৫)) পালিয়ে যায়। তারা সাতক্ষীরা থেকে এসে ভূমি বেদখল করে সেখানে বসবাস করছিল।

২৪ আগস্ট ২০১৬
বুধবার আনুমানিক রাত সাড়ে ৭টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের উপজেলা পরিষদ এলাকায় সেটলার বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হয়ে টমটম (ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা) ও মোটরসাইকেল যোগে যাতায়াতকারী পাহাড়িদের উপর হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন পাহাড়ি আহত হয়। এ সময় সেটলাররা বেশ কয়েকটি টমটম ও মোটর সাইকেল ভাঙচুর করে।
এর আগে ২৩ আগস্ট আলুটিলায় পর্যটন সম্প্রসারণের নামে ৭০০ একর জায়গা অধিগ্রহণের প্রতিবাদে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ গেইটের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন শেষে সেটলাররা হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬

রবিবার সন্ধ্যায় খাগড়াছড়িতে মাদকসেবীদের পক্ষ নিয়ে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা চালায় সেটলার বাঙালিরা। এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, ঘটনার দিন সন্ধ্যায় কয়েকজন মাদকসেবী সেটলার টমটমে করে খাগড়াছড়ি শহরের কলেজ পাড়া ব্রিজের কাছে এসে গাঁজাসহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্য সেবন করতে থাকে। এতে এলাকার পাহাড়ি যুবককরা তাদের সেখান থেকে চলে যেতে বললে সেটলাররা নিজেদেরকে খাগড়াছড়ি পৌরসভা মেয়র রফিকুল আলম ও ২ নং ওয়াড্রের কাউন্সিলর মাসুম রানার নির্দেশে প্রতিদিন সে স্থানে আসা-যাওয়া করে বলে দাবি করে। এতে পাহাড়ি যুবকদের সাথে তাদের কিছুটা কথা কাটাকাটির পর তারা সেখান থেকে চলে গিয়ে পাহাড়িরা তাদেরকে মারধর করেছে বলে মিথ্যাভাবে প্রচার করে এবং পার্শ্ববর্তী সেটলারদের ডেকে এনে সংঘবদ্ধ হয়ে রাত সোয়া ৮টার দিকে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা চালায়। এ সময় সেটলাররা মোটর সাইকেল আটকিয়ে রেখে পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক নারী, এক ডাক্তারসহ ২-৩ জন পাহাড়িকে হেনস্থা করেছে বলে এলাকাবাসী জানান।

এলাকায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সেটলাররা রাত ৯টার দিকে খাগড়াছড়ি গেইটে পুলিশের সামনে খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া কয়েকটি এস আলম ও শান্তি পরিবহনের গাড়ী ভাংচুরের চেষ্টা চালায় এবং মহাজন পাড়ায় পাহাড়িদের টমটম গাড়ী, মোটর সাইকেল উপর হামলা করে। এতে খাগড়াছড়ি বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার পথে নারিকেল বাগানে পৌঁছলে অরণ্য আবাসিক হোটেলের সামনে জেলা প্রশাসক অফিসের এক কর্মচারীসহ বেশ কয়েকজন পাহাড়ি হামলার শিকার হয়ে আহত হন।

সেটলারদের হামলায় আহত চবি'র ছাত্র উজ্জ্বল মারমা।

১৯ ডিসেম্বর ২০১৬

খাগড়াছড়িতে উগ্র সাম্প্রদায়িক বাঙালি ছাত্র পরিষদ নামধারী দুর্বৃত্তরা উজ্জ্বল মারমা নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে মারধর করেছে।

ঘটনার দিন দুপুরে পৌরসভার শাপলা চত্বরের সামনে উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন সেটলার বাঙালি ছাত্র পরিষদ ভূমি কমিশন আইন বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। এই সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী উজ্জ্বল মারমা কৌতুহলবশত নিজের মোবাইল দিয়ে সমাবেশের ছবি তুলতে গেলে সেটলার বাঙালি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মীরা তাকে বেদম মারপিট করে। এই সময় সেটলার ছাত্র পরিষদের নেতারা তাকে 'ইউপিডিএফ'এর 'চর', 'উপজাতি সন্ত্রাসী' ইত্যাদি অশোভন ভাষা ব্যবহার করে কিলঘুষি দিতে থাকে। উজ্জ্বল মারমা নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন তিনি কৌতুহল বশে ব্যক্তিগতভাবে ছবি তুলছেন মাত্র। কিন্তু একথা বলার পরেও তাকে আরো বেশি মারধর করা হয়। পরে তিনি দৌঁড়ে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। সেটলারদের হামলায় তিনি আহত হন। পরে তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ভূমি বেদখল চেষ্টা

২০১৬ সালে ব্যাপকভাবে ভূমি বেদখলের ঘটনা না ঘটলেও রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের নানাক্রুম ও পলিপাড়া এলাকায় সেটলাররা সেনাবাহিনীর সহযোগীতায় পাহাড়িদের জায়গা-জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চালায়। এতে পাহাড়িরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে সেটলাররা সাম্প্রদায়িক হামলার চেষ্টা চালায়। এছাড়া খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়নে পাহাড়িদের বসতকৃত জায়গাও বেদখলের চেষ্টা করে সেটলাররা। অপরদিকে মানিকছড়িতে বৌদ্ধ বিহারের জমিসহ বিভিন্ন এলাকায় ভূমি বেদখলের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে।

কয়েকটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৩ জনুয়ারি ২০১৬

দুপুরে খাগড়াছড়ির মহালছড়ি উপজেলার চোংড়াছড়ির যৌথ খামার পাড়ার পশ্চিম পার্শ্বে ক্যজাই কার্বারী পাড়া এলাকায় সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের জায়গা বেদখলের চেষ্টা চালায়। চোংড়াছড়ি থেকে একদল সেটলার উক্ত জায়গায় গিয়ে ঘর তৈরির জন্য কিছু খুটি স্থাপন করে। এ সময় সেনা-পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তাদের বাধা দেয়নি।

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সকাল ৯টার দিকে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কমলছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের রোওয়াসায়া পাড়ায় (রাবার বাগান) সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের বসতকৃত জায়গা বেদখলের চেষ্টা চালায়।

খাগড়াছড়ি শহরের শালবাগান এলাকা থেকে একদল সেটলার বাঙালি দু'টি জীপ গাড়িতে করে রোওয়াসায়া পাড়ায় পাহাড়িদের বসতকৃত জায়গা বেদখল করে ঘর তুলতে যায়। এতে পাহাড়িরাও সংঘবদ্ধ হয়ে সেটলারদের বাধা দেয় এবং প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে জেলা প্রশাসক, এসপি, পৌর মেয়রসহ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সেটলার বাঙালিদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

১৯ এপ্রিল ২০১৬

রাঙামাটির লংগদু উপজেলার ভেইবোন ছড়ায় সেটলার বাঙালিরা ভূমি বিরোধের জের ধরে দুই পাহাড়িকে ধরে নিয়ে যায়। এরা হলেন- বুদ্ধমনি চাকমা (৩৬), পিতা- মৃত নিশিমনি চাকমা ও বিদ্যা রঞ্জন চাকমা (২৮) পিতা- চিত্ত রঞ্জন চাকমা।

ঘটনার দিন সকাল ৮টার দিকে উক্ত দুই ব্যক্তি স্থানীয় অশোক কুমার চাকমা'র রেকর্ডিয় (১৯৭৫-৭৬ সালে রেকর্ডকৃত) জায়গায় জঙ্গল কাটার কাজ করতে যায়। এ সময় একদল সেটলাররা তাদের বাধা দেয় এবং ধরে নিয়ে মারধর করে। পরে তাদেরকে স্থানীয় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পোস্টে হস্তান্তর করা হলে স্থানীয় কার্বারী ও মুরুব্বীদের মাধ্যমে দুপুর ১টার দিকে স্থানীয় ব্যাটালিয়ন ক্যাম্প থেকে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

৮ ডিসেম্বর ২০১৬

বৃহস্পতিবার দুপুরে নান্যাচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের নানাক্রুম ও পলিপাড়ায় সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের জায়গা-জমি জোরপূর্বক বেদখলের চেষ্টা চালায়। বুড়িঘাট থেকে ৩০/৪০ জনের একদল সেটলার পাহাড়িদের মালিকানাধীন জায়গা জোরপূর্বক বেদখলের উদ্দেশ্যে জঙ্গল কাটতে যায়। এ খবর পেয়ে পাহাড়িরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করে। পরে সেটলার বাঙালিরা আবারো সংঘবদ্ধ হয়ে উক্ত স্থানে গেলে পাহাড়িরা আবারো প্রতিরোধ করে তাদের তাড়িয়ে দেয়। এরপর বুড়িঘাট ক্যাম্প থেকে ১৫/১৬ জনের একদল সেনা সদস্য যোগ দিলে সেটলাররা আবারো উক্ত স্থানে যায়। এ সময় সেনা সদস্যরা পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে সেটলারদের প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা দেয়।

এরপর ১৪ ডিসেম্বর সেটলাররা আবারো পলিপাড়ার বাসিন্দা মংসানো মারমার জায়গায় জঙ্গল কাটতে যায়। এতে পাহাড়িরা বাধা দেয় এবং সেটলারদের তাড়িয়ে দেয়। পরে দুপুরের দিকে সেটলাররা সেনাবাহিনীকে সাথে নিয়ে উত্তর হাতিমারার ধর্মমোহন কার্বারী পাড়ায় গিয়ে পাহাড়িদের ঘরবাড়ি ভাংচুরের চেষ্টা চালায়। এতে ভয়ে পাহাড়িরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

১০ ডিসেম্বর ২০১৬

শনিবার সকালে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার ওয়াকছড়ি এলাকায় সেটলার বাঙালিরা বৌদ্ধ বিহারের জায়গা বেদখলের চেষ্টা চালায়। এলাকাবাসীর সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১০-১৫ বছরে আগে ওয়াকছড়ি এলাকার বাসিন্দা থুয়াইউ মারমা (৬৫) পিতা মৃতঃ রামে মারমা তাঁর জায়গাটি বৌদ্ধ বিহারের নামে দান করলে এলাকাবাসী ঐ জায়গায় ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহার নামে একটি বিহার নির্মাণ করেন। ওই দিন মানিকছড়ি উপজেলা সদর থেকে হুমায়ুন কবির নামে এক সেটলার উক্ত জায়গাটি তার বলে দাবি করে এবং মানিকছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক হোসেনসহ বেশ কয়েকজন সেটলার গিয়ে জায়গাটি ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। এতে

পাহাড়িরা রাজি না হলে দুই পক্ষের মধে তর্ক-বিতর্ক হয়। পরে সেটলাররা সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা হবে বলে এলাকার পাহাড়িদের হুমকি দিয়ে যায়।

***